২৭ কোটি রুপিতে আইপিএল ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার পন্ত

রেকর্ডটা ২৫ মিনিটও ধরে রাখতে পারলেন না শ্রেয়াস আইয়ার। ভারতীয় মুদ্রায় ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ২৫ মিনিটের ব্যবধানে সেই রেকর্ড নিজের করে নিলেন তারই সতীর্থ ঋষভ পন্ত।

ভারতীয় মুদ্রায় পন্তকে ২৭ কোটি রুপিতে দলে নিয়েছে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস।

সর্বশেষ দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলেছেন উইকেটরক্ষক ব্যাটার। রাইট টু ম্যাচ কার্ডে তাকে ধরে রাখতে পারত দিল্লি। তবে দাম অনেক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে রাখেনি তারা।

আইপিএলের সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় হবেন পন্ত এমনটা অবশ্য জেদ্দায় নিলাম শুরুর আগেই গুঞ্জন উঠেছিল।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। তবে তার আগে রেকর্ড গড়েছিলেন আইয়ার। গত টুর্নামেন্টে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে শিরোপা জেতানো ব্যাটার এবার খেলবেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে। ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে পাঞ্জাব কেনায় টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি ক্রিকেটার হয়েছিলেন।

তবে পন্ত দামি খেলোয়াড় হওয়ায় এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্রিকেটার হয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে।

এর আগে দামি খেলোয়াড় হওয়ার পথে মিচেল স্টার্কের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন আইয়ার। গত নিলামে তাকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনেছিল। এবার অবশ্য ১১ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে দিল্লি ক্যাপিটালস অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে নিয়েছে।
সূত্র: কালের কণ্ঠ

২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে আইপিএলের দামি ক্রিকেটার আইয়ার

আইপিএলের নিলামের শুরুতেই তাক লাগিয়ে দেন আর্শদ্বীপ সিং। এবারের নিলামে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে তার নাম ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দলগুলো তাকে কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাকে ভারতীয় মুদ্রায় ১৮ কোটি রুপিতে রাইট টু ম্যাচ কার্ডে নেয় তার পুরোনো দল পাঞ্জাব কিংস।

তবে আইপিএলের ইতিহাসে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছেন শ্রেয়াস আইয়ার।

ইতিহাস গড়েছেন তিনি। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় হয়েছেন তিনি। ২৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে পাঞ্জাব নিয়েছে তাকে। সর্বশেষবারের চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক তিনি। কলকাতা নাইট রাইডার্স তার নেতৃত্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। আগের দামি ক্রিকেটার ছিলেন মিচেল স্টার্ক। গত নিলামে তাকে ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনে নিয়েছিল। এর আগে এবারের আইপিএলের প্রথম নিলামেই বাজিমাত করেন আর্শদ্বীপ।

বাঁহাতি পেসের মতোই ‘মেগা নিলামে’ টাকার ঝড় তুলেছেন তিনি।

এখন পর্যন্ত আইপিএলের ইতিহাসে পঞ্চম দামী ক্রিকেটার হয়েছেন আর্শদ্বীপ। তাকে ১৮ কোটি ভারতীয় রুপিতে নিয়েছে পাঞ্জাব কিংস। তবে সেটা রাইট টু ম্যাচ কার্ড হিসেবে। গত টুর্নামেন্টেও বলিউড নায়িকা প্রীতি জনতার দলের হয়েই খেলেছেন ২৫ বছর বয়সী পেসার।

শুরুতেই মার্কি খেলোয়াড়দের নিলাম হয়। তাতে প্রথম নাম ওঠে আর্শদীপের। এরপর তাকে নিয়ে বেশকটি দলের টাকার ঝড় ওঠে। তাতে ভারতীয় মুদ্রায় সর্বোচ্চ ১৮ কোটি রুপি দাম হাঁকেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। তবে রাইট টু ম্যাচ কার্ডে তাকে নিয়ে নেয় পাঞ্জাব। এতে করে সর্বোচ্চ দাম হাঁকিয়েও ভারতীয় পেসারকে দলে ভেড়াতে পারেনি হায়দরাবাদ। নিলামের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ভারতীয় মুদ্রায় ১০ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কাগিসো রাবাদাকে নিয়েছে গুজরাট টাইটানস। গত টুর্নামেন্টে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে খেলেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

এ সময় বক্তারা বলেন, নকল নবীশরা সরকারি কোন বেতন ভাতা পান না। সমাজের মানুষ জানে তারা সরকারি চাকরি করেন। কিন্তু বাস্তবে নকল নবীশরা জমির দলিলের এক পৃষ্ঠা বালামে লেখলে মাত্র ২৪ টাকা মঞ্জুরি পায়। প্রকৃতপক্ষে এক পৃষ্ঠা বালাম লেখার জন্য জনগণের কাছ থেকে সরকার রাজস্ব নেয় ৪০ টাকা। সেখান থেকে নকল নবীশদের দেয়া হচ্ছে ২৪ টাকা। বাকি ১৬ টাকা রাজস্ব খাতে জমা হচ্ছে। নকল নবীশদের টাকা দিয়েই তাদের চাকরি জাতীয়করণ করা সম্ভব। নকল নবীশদের দীর্ঘদিনের দাবী চাকরি জাতীয়করণ করা হোক। কিন্তু সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে বিষয়টি নিয়ে কথা বলার অভাবে আমরা আজও অন্ধকারেই রয়ে গেছি। আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরিই ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া দ্রব্যমূল্যের উদ্যগতি আমাদের জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের এক দফা এক দাবি মেনে নিতে হবে।

এ সময় আমরণ অনশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্য বিরোধী নকল নবীশ মেহেরপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার জাহিদ পিয়াস, সহ-সমন্বয়ক আব্দুল মাবুদ, হাফিজ আল আসাদ, মাহমুদা আক্তার সুমি, রোজিফা আক্তার, রিয়াদুজ্জামান, ইমরান শেখ প্রমুখ।

মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নারী-পুরুষসহ আটক ৬

মুজিবনগরের ৬ জন নারী-পুরুষকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।গতকাল শনিবার (২৩ নভেম্বর) সন্ধার দিকে মুজিবনগর থানার এস আই মেজবাহুর রহমানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম মুজিবনগর উপজেলার ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিড দফাদারের বাড়ির সামনে গোপন বৈঠক করার সময় তাদের আটক করে।

আটকৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের স্ত্রী সপ্না মন্ডল (৪৭), একই গ্রামের জোসেফ মন্ডলের ছেলে সুদিপ মন্ডল (৩৩) আনন্দবাস (খন্দকারপাড়ার) ফকির মোহাম্মদের ছেলে আ: আজিজ (৪৬), একই গ্রামের শওকত মোড়লের ছেলে মেহেদী হাসান (২২)মানিকনগর গ্রামের গিয়াস উদ্দীনের স্ত্রী আসমা (৩২) ও

আনন্দবাস গ্রামের এনামুলের স্ত্রী লাল ভানু (৪৫)।

থানা সূত্রে জানা গেছে, আটককৃত আসামীগন অহিংস গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশ নামের সংগঠনের ব্যানারে একযোগে সারা বাংলাদেশের ন্যায় মুজিবনগর থানা এলাকার মধ্যে ১৫০০ থেকে ২০০০ সাধারণ মানুষকে সুদ মুক্ত ঋণ দেওয়ার কথা বলে প্রলোভনের মাধ্যমে আগামী ২৫শে নভেম্বর ঢাকার শাহবাগে সম্মেলনের নামে জমায়েত হওয়ার আহব্বান করে আসামীগণ ‘অহিংস গণ-অভ্যুত্থান বাংলাদেশ সংগঠনের নাম ব্যবহার করে ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে চলমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পরিস্থিতিকে অশান্ত করার জন্য মুজিবনগর থানা এলাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন ও স্পর্শকাতর স্থানে অন্তর্ঘাত ও নাশকতা মূলক কর্মকাণ্ড করে অবৈধ ভাবে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য সকলে একত্রিত হয়ে ভবরপাড়া গ্রামের ডেভিট দফাদারের বাড়ির সামনে পরিকল্পনা করছিলো এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানার টহল টিম সেখানে অভিযান চালায়।

এমন সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টাকালে আসামী ৬ জনকে আটক করে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান,আসামীগণ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একে-অপরের সহায়তায় ও প্ররোচনায় অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড করার জন্য একত্রিত হয়ে অবৈধ কার্য সম্পাদনের পরিকল্পনা করিয়া 15(3)/25D The Special Powers Act, 1974 ধারায় অপরাধ করিয়াছে তাই তাদের আটক করা হয়েছে।

আসামীদের নামে নাশকতার মামলা দিয়ে আজ রবিবার দুপুরে আদালতের মাধ্যেমে জেল হাজতে পাঠনো হয়েছে।

লুণ্ঠিত সম্পদ ফেরত না দিলে

বিচারের মুখোমুখি হতে হবে-মাসুদ অরুন

মানুষের সম্পদ যারা লুণ্ঠিত করেছে, তারা যদি তা ফেরত না দেয়, তাহলে জনগণ দাবি করলে তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যারা দালালি করে লক্ষ-কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছে, তাদের সেই টাকা জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকেলে আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে আমঝুপি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, গরিব মানুষের সঙ্গে আমাদের কোনো বিভেদ নেই। তবে, অতীতে দেখা গেছে, ১০ কেজি চাল নিতে হলেও বা বিধবা ভাতা নিতে হলেও মানুষকে “জয় বাংলা” বলতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা গরিব মানুষের প্রতি বৈষম্যহীন নীতিতে বিশ্বাস করি।

আমাদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, গরিবের অধিকার কেড়ে নিয়েছে এবং জনগণের ওপর নিপীড়ন চালিয়েছে। দুনিয়ার মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই, শত্রুতা কেবল তাদের সঙ্গেই, যারা জনগণকে কষ্ট দিয়েছে এবং তাদের অধিকার হরণ করেছে। লড়াই এখনো শেষ হয়নি। যতক্ষণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন না আসবে, ততক্ষণ বিএনপির কর্মীরা সতর্ক থাকবে। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে জনগণের কাছে ফেরত দিতে হবে।

সমাজসেবক ও রাজনীতিবিদ মোঃ শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, রোমানা আহমেদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল রহমান জাহিদ,

ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির, সদর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব শেখ ফজলে রাব্বিসহ হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গণফোরামের মেহেরপুর জেলা কমিটি গঠন

অর্থবহ পরিবর্তন ও সুস্থ ধারার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়ে গণফোরামের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম পথিক কে আহবায়ক,জাহাঙ্গীর আলম যুগ্ম আহবায়ক ও মো সেন্টু কে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য মেহেরপুর জেলা কমিটি করা হয়।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রফিকুল ইসলাম পথিকের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বাবুল হোসেন, হুমায়ন কবির, আহনাফ আবিদ, আসাদ বিশ্বাস , আবেদীন আশা।

সভায় রফিকুল ইসলাম পথিক বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর আমুল সংস্কার করা জরুরি। ৫৪ বছর ধরেই লুটপাটতন্ত্র চর্চা হয়েছে, কেউ কম কেউ বেশি।

গাংনীতে সুজনের উপজেলা কমিটি গঠন

সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজনের) গাংনী উপজেলা সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ শনিবার(২৩ নভেম্বর) দুপুরে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের

সদর ও গাংনী উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমীদের শপথ গ্রহণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমীর মাওলানা সোহেল রানা ও গাংনী উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমীর ডাক্তার মো: রবিউল ইসলামকে শপথ করানো হয়েছে।

২০২৫-২৬ সেশনের জন্য তাঁদের মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমির নির্বাচিত করা হয়।

আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) বিকালে গাংনী দারুল এয়াতিমখানা হলরুমে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা জামায়াতের আমীর হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়। পরে জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান।

এসময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জেলা জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জারজিস হুসাইন, গাংনী উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর নাজমুল হুদা, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, জেলা জামায়াতের সূ্রা সদস্য মাওলানা আব্দুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে, দুপুরের দিকে মেহেরপুর ট্রাষ্ট মসজিদে শপথ পাঠ করানো হয় সদর উপজেলা জামায়াতের নবনির্বাচিত আমির মাওলানা সোহেল রানাকে। জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান তাঁকে শপথ পাঠ করান।

এসময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, জেলা জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জারজিস হুসাইন, মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলারসহ জামায়াত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০২৫-২৬ সেশনে মাওলানা সোহেল রানা সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর ও ডাক্তার মো: রবিউল ইসলাম গাংনী উপজেলা জামায়াতের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি জামায়াতের উপজেলা নির্বাচন বিভাগের ৬৫ জন পুরুষ ও ৮০ জন নারী রোকনদের প্রত্যক্ষ ভোটগ্রহণ করে। পরে জেলা আমিরের কাছে ফলাফল হস্তান্তর করে।

মুজিবনগরে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২৩ প্রাপ্তি উৎযাপন

“সমবায়ে শক্তি”সমবায়ে মুক্তি” সমবায়ে গড়বদেশ বৈষম্যহীন বাংলাদেশ এই স্লোগান কে সামনে রেখে র্যালী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজনে মুজিবনগর উপজেলার গোপালনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২৩ প্রাপ্তি উপলক্ষে আনন্দ উৎসব উৎযাপন করেছে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের কর্মকর্তা, কর্মচারি ও সদস্যবৃন্দ।

গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের আয়োজনে আজ শনিবার (২৩ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি উদযাপনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের করা হয় র্যালীটি সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সমিতির অফিস প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমিতির সাবেক সভাপতি মাহফুজ আলমের সঞ্চালনায় এবং গোপালনগর কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় যুগ্ম নিবন্ধক মিজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের উপ-নিবন্ধক (প্রশাসন) জাহাঙ্গীর আলম, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) জাকির হোসেন, জেলা সমবায় অফিসার প্রভাস চন্দ্র বালা।

উল্লেখ্য যে সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় শ্রেণিতে ২০২৩ সালের সারা বাংলাদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসাবে নির্বাচিত হয় গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:। গত ২রা নভেম্বর জাতীয় সমবায় দিবসে
কেন্দ্রীয় সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস সম্মেলন কক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এ.এফ হাসান আরিফ প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে গোপালনগর কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর রাজ্জাকের হাতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২৩ এর ১ টি

ক্রেস্ট, সম্মাননা সনদ ও ১ (লক্ষ) টাকা অর্থমূল্য পুরস্কার হিসেবে তুলেদেন।